① অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ দাও। (Blank Verse) মান-5

উঃ -

সংজ্ঞা :- অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত, প্রচলিত ১৪ মাত্রার চরণ সমন্বিত যে পয়ারবন্ধে চরণান্তিক মিল থাকে না, পর্ব বা চরণ শেষে ছেদ আবশ্যিক নয় এবং ভাবটি চরণের পর চরণে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়, মধুসূদন সৃষ্ট সেই নতুন রীতির ছন্দকে বলা হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank verse)

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কোনো নতুন ছন্দরীতি নয় — তা মিশ্রবৃত্ত ছন্দের একটি অভিনব ছন্দবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন 'পংক্তি লঙ্ঘক ছন্দ'। মোহিতলাল বলেছেন 'অমিত্রছন্দ', অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের পরিভাষায় তা 'অমিত্রাক্ষর' এবং ছন্দশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেনের অভিধায় 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। এতগুলি বিভিন্ন নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নাম ~~[illegible]~~ 'প্রবহমান পয়ার'। কারণ পয়ারে যে প্রবহমানতা অভাব ছিল, সেই প্রবহমানতাই এর প্রধান বিশেষত্ব।

বৈশিষ্ট্য :- এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ —

(১) মধুসূদন সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর কোনো বিশেষ ছন্দরীতির নাম নয় — তা মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতির মধুসূদনকৃত অভিনব ছন্দবন্ধ।

(২) অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হল পংক্তিপ্রান্তিক মিলের অনুপস্থিতি বা মিত্রাক্ষরহীনতা। অথচ প্রচলিত পয়ারে এই মিলকে মেনে চলা হত। যেমন —

এতেক কহিলা রক্ষ| যেমতি বাসনা ||
নীরবিলা ; আহা মরি| নীরবে যেমতি || [পংক্তিপ্রান্তিক মিল নেই]

(৩) অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ছেদ ও যতির অসহযোগ। অর্থাৎ এই ছন্দে প্রচলিত পয়ারের মতো ৮ মাত্রার পর হ্রস্বযতি ও ১৪ মাত্রার পরে পূর্ণযতি পড়তে চিহ্নই কিন্তু ৮ মাত্রার পরে হ্রস্বযতির সঙ্গে হ্রস্বচ্ছেদ এবং ১৪ মাত্রার পরে পূর্ণযতির সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদকে যে পড়তে হবে তেমন মানে নেই। যেমন —

বীণা,* কিছু বিনোদিয়া| মধুর নাদে! ||** [* - হ্রস্বচ্ছেদ, ** - পূর্ণচ্ছেদ]
ছয় রাগ,* ছত্রিশ রাগিনী আদি যত, ||* [| - হ্রস্বযতি, || - পূর্ণচ্ছেদ]

(৪) এই ছন্দের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা। অর্থাৎ প্রাচীন পয়ারে যেখানে ৮ ও ১৪ মাত্রার পর ভাব থেমে যেত সেখানে এই ছন্দে ৮ বা ১৪ মাত্রার সীমা লঙ্ঘন করে ভাব পংক্তির পর

Scanned by CamScanner

পঙ্‌ক্তিতে যুক্তিমতো সমাপ্তিত হয়েছে। যেমন —

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, ||
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যত দূর ||
শুনিতেছি একমাত্র | মর্মান্তিক সুর ||
'যেতে আমি দিব না তোমায়।' ||

(৫) পয়ার ও অমিত্রাক্ষরের সাদৃশ্য — উভয়বন্ধের ছত্রই মাত্রাসংখ্যায় সমান অর্থাৎ ১৪ মাত্রা বিশিষ্ট।

(৬) অমিত্রাক্ষর ছন্দ অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর মাত্রাগণনার পদ্ধতি অক্ষরবৃত্তের মতো — মুক্তদল ১মাত্রা যুক্ত শব্দের আদি ও মধ্যে অবস্থিত রুদ্ধদল ১মাত্রার এবং অন্ত্য রুদ্ধদল ২মাত্রার বিশিষ্ট। যেমন —

কী গভীর দুঃখে মগ্ন | সমস্ত আকাশ || ৮+৬
সমস্ত পৃথিবী চলি|তেছি যত দূর || ৮+৬

(৭) অমিত্রাক্ষরে অন্ত্যমিল নেই, কিন্তু চরণের মধ্যে স্থানে স্থানে ধ্বনিসাম্যের বিন্যাস বা অনুপ্রাস আছে — যা ছন্দ শ্রুতিমধুরতা এনেছে। যেমন —

[illegible] || (অনুপ্রাস)

(৮) শুধু মিশ্রবৃত্তই নয়, এই ছন্দকে স্বরবৃত্ত ও দলবৃত্তে প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী কবিরা। যেমন — দলবৃত্তীয় অমিল প্রবহমান পয়ার —

লক্ষ্মী চোখের | চাউনি মোর | সাজানো যেন | সুপারী বনে
এই নিয়ে তার | সঙ্গে আমার | বিবাদ বাধে | সারা দুপুর বেলা

— তবে অন্য ছন্দরীতির তুলনায় মিশ্রবৃত্ত রীতিই এর গাম্ভীর্য ও সমুন্নত ভাবপ্রকাশকে গ্রহণ করতে অধিক সক্ষম।

(৯) বাংলা কবিতার ছন্দের বন্ধন মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ — এখানে সর্বপ্রথম।

Scanned by CamScanner